

জনশিক্ষায় মহাত্মা লালনফকিরের দর্শন ভাবনা

জুলি বাউরে

গবেষিকা, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,

স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বারাকপুর, পঃবঃ, ভারত

ড. সন্তোষ মুখার্জী

অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,

স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বারাকপুর, পঃবঃ, ভারত

ড. সমীররঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,

সিধো-কানহু-বীরসা ইউনিভার্সিটি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সংক্ষিপ্তসার

লালন ফকির ইংরেজি ১৮৯০ সাল বাংলা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ছেউড়িয়ায় তাঁর আখড়া বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্মস্থান, সন ও তারিখ অজ্ঞাত। লালন তাঁর গ্রামীণ জীবনের ভিতরে দেখলেন জাত-পাতের বর্বরতা, শোষণ কৰ্তৃক প্রজা উৎপীড়ন, নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা, ছুঁৎ-অছুঁতের বিরোধ, সতীদাহের মূল ভাবনা। ফকির লালন সাঁইয়ের আজীবন স্বপ্ন ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-জাতপাত হীন এক মানবিক সমাজের। যে সমাজে মানুষই সব। মানুষকে ঘিরেই প্রথা। এসবই ধর্মীয় গোঁড়ামির বাউল ধর্মে পরমার্থ এসে দেহের সীমায় মিশেছে বলেই বাউলদের সাধন-ভজনের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে মানুষ। ফকির লালন সাঁই গুরুবাদী ধর্মে দেহ সাধনার মাধ্যমে সেই পরম মনুষ্যত্ব বোধকেই জাগ্রত করতে চেয়েছেন। লালনের অসংখ্য গানে মনের মানুষের কথা বারংবার এসেছে। “মানুষ ছাড়া ক্ষাপা রে তুই মূল হারাবি ... মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি” অথবা “মিলন হবে কত দিনে ... আমার মনের মানুষের সনে”। সমাজের সকল নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদহীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি- কুসংস্কার, লোভ, সামাজিক বিভেদ, আত্মকেন্দ্রিকতাকে তাঁর গানের মধ্যে তুলে ধরে করেছেন প্রশ্নবিদ্ধ। “এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে ... যেদিন হিন্দু- মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান জাতি-গোত্র নাহি রবে”। বিধান বলে সমাজনীতিতে ক্রিয়াশীল ছিল। এই ধর্মীয় গলদের বিরুদ্ধে তিনি বেশি সোচ্চার ছিলেন। জমিদারদের প্রজা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর দশহাজার শিষ্যকে নিয়ে রুখে দাঁড়ান। মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই, সাধুসঙ্গের মাধ্যমে শুদ্ধ হওয়া তাঁর সংস্কার মনুষ্যত্ব মানবতাবাদে আলোকিত হয়।

সূচক শব্দ – মানবতাবাদ, দেহতত্ত্ব, ছুঁ- অছুঁ, কুসংস্কার, জাতিভেদহীন, সমাজসংস্কার।

ভূমিকা

মানবতাবাদী মহাসাধক মহাত্মা লালন ফকির আজ বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। সুগভীর প্রজ্ঞা, ধ্যান ও কর্মযোগে আত্ম দর্শনের মাধ্যমে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী দর্শন আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও সর্বধর্ম মতে গ্রহণযোগ্য। সারাবিশ্বের চিন্তাবিদরা লালন দর্শনের উপর গবেষণা করছেন। ২০০৫ সালের ৫ নভেম্বর জাতিসংঘ ইউনেস্কোর মাধ্যমে বিশ্বের সকল সঙ্গীতের উপর গবেষণা করে বাউল গান কে “Masterpieces of the oral and intangible heritage of Humanity” হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যার মূলে রয়েছে ‘লালনগীতি’। লালন ফকির নিরক্ষর, কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভ্রমণ আভিজ্ঞতায় ইসলাম, হিন্দু শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। মুখে মুখে গান রচনার বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন লালন ফকির। লালন ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি কেবলি একজন গানের ফকির নন, তিনি বিশ্বায়নের যুগে এসেও আজও একজন প্রকৃত দার্শনিক, মানবতাবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ মনোবিজ্ঞানী এবং সংস্কারক।

মহাত্মা লালন ফকির কোনদিন বিদ্যালয় মুখী হননি। লালনের ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জনের কারণ হিসাবে অনেকেই মনে করেন তাঁর তীর্থভ্রমণ, নানা সাধুসভায় যোগদান, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশীলতাকে। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে উঁচু স্থান দিয়েছেন জীবনে। লালন প্রায় দুই হাজারের অধিক বাউল গান মুখে মুখে রচনা করেন।

মহাত্মা লালন ফকির নিজে তাঁর জন্ম ও ধর্ম নিয়ে কোন তথ্য রেখে যান নি। তাই গবেষকদের দেওয়া লালন ফকিরের জন্মসন নিয়ে প্রচুর বিতর্ক ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একইভাবে তাঁর পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়, জন্মস্থান ও বাল্যকাল নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই।

মীর মোশাররফ হোসেন সম্পাদিত ‘হিতকরী’ পত্রিকায় লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, অবিভক্ত নদিয়ার কুষ্টিয়ার কুমারখালির অন্তর্গত ছেউরিয়া গ্রামে তাঁর আখড়াতে ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ভোর ৪.৫৫ মিনিটে লালন ফকির তাঁর মানবলীলা সম্বরণ করেছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য জনশিক্ষায় মহাত্মা লালন ফকিরের দর্শন ভাবনার ভূমিকা পর্যালোচনা করা। জনশিক্ষা প্রসারে লালন ফকিরের অবদান শিক্ষাবিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার বিশেষ সহায়ক হবে কিনা তা বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রে যে যে প্রশ্নটি এখানে উত্থাপিত হয় সেটি হল:

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে লালন ফকিরের দর্শন ভাবনায় অবদান কী ছিল ?

গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান (Methodology of Research)

এই গবেষণাটি আসলে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) বিশেষত আধেয় বিশ্লেষণ (Concept Analysis) পদ্ধতিতে পরিচালিত করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ (Data Collection)

উপাত্ত গবেষণার অন্যতম সহায়ক। উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis) করেই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। উপাত্ত গুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(অ) প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data)

প্রত্যক্ষ উপাত্ত হিসাবে লালন ফকিরের স্বরচিত গানগুলি এখানে বিবেচিত হয়েছে।

(আ) গৌণ উপাত্ত বা পরোক্ষ উপাত্ত (Secondary Data)

বর্তমান গবেষণায় গৌণ বা পরোক্ষ উপাত্ত হিসাবে যে বিষয়গুলি বিবেচিত হয়েছে সেগুলি হল -

(ক) লালন ফকিরের জীবনী তথ্য।

(খ) তাঁর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কিত বহুবিধ লেখকের আলোচনা।

(গ) লালন ফকির সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ।

(ঘ) বিভিন্ন পত্রপত্রিকা (লালন ফকির সম্পর্কিত লেখা)।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত ও নানা মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত গৌণ উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ বর্ণনার একটি গবেষণার কৌশল হলো বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। লালন ফকির সম্পর্কিত গবেষণামূলক বইপত্র, মৌখিক ও লিখিত ডকুমেন্ট এই পদ্ধতিতে উৎসের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। লালন ফকিরের গানে জনশিক্ষার অনেক উপাদান নিহিত আছে।

গবেষণার ফলাফল (Outcome of the Research)

গবেষণা কর্মসমাপ্তির উপর নির্ভর করে গবেষণা কর্মের ফলাফল। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য উঠে এসেছে তার ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

লালন ফকিরের দর্শন ভাবনা

মহাত্মা লালন ফকির সাঁই একান্ত চিন্তা-চেতনায় ভাবে ভাবনায় অবিশ্বাসে অর্থাৎ তার গুরুবাদী দর্শনে মূলত মানুষকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর গানে দ্বিধাহীনভাবে আনন্দচিত্তে চরম ভালবাসা আর বিশ্বাসের জায়গা থেকে জয়গান গেয়েছেন এবং মানুষকেই তাঁর গানে পরতে পরতে যার পরনাই পরমগুরু অংশ হিসেবে বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্বের নিরিখে দর্শনগত ভাবে তুলে ধরেছেন। মানুষকে তিনি ভক্তি ও পরমগুরু জ্ঞান করেছেন। রূপে বিরাজমান মনের মানুষকেই সত্য সন্ধান করেছেন এবং সাধন-ভজনের জন্য গুরুত্ব

একমাত্র মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। কেননা, ভবে মানুষ হয়ে মানুষের কাছে প্রেম নিবেদন ভালোবাসা চাওয়াটা ও মানুষ ভজনাটাই আসল সাধন- ভজন। আর এর মধ্য দিয়েই লালনের মনের মানুষকে পাওয়া যাবে। জগতে মানুষকে ভজলে মানুষকে নমস্য জানলে, সোনার মানুষ হওয়া যায়। মানুষ ভজন্যের মধ্য দিয়েই সিদ্ধি লাভ এবং মনের মানুষের সাথে মিলন হয়। মহাত্মা লালন ফকির মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর সকল মানুষের ভেতরে অধরা মনের মানুষ বাস করেন। ফলে নিরিখ বেঁধে সত্য মনে তাকে লাভ করতে হয়। নইলে এই মানব জনম বৃথা যাবে এবং অকূলে পথ পাওয়া যাবে না আর তাই মানুষ ভজন এর মধ্য দিয়ে অধরা মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, নৈকট্য হয় রূপ সাধনে দেখা মেলে এবং সোনার মানুষ হওয়া যায়।

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি

মানুষ ছাড়া ক্ষাপারে তুই মূল হারাবি।। লালন ফকির

মানবতাবাদী লালন ফকির

লালন ফকির সারাজীবন স্বপ্ন দেখতেন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র জাতহীন এক মানবিক সমাজের। যে সমাজে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ সমাজের সহায়ক। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কিন্তু তা কিভাবে অবশ্যই ভেবে দরকার। এমনি এমনি শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না! শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে গেলে তার জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠগুণের অধিকারী হতে হয়। এই পৃথিবীতে মানুষের পরিচয় কিসে? মানুষের পরিচয় তার মানবিক মূল্যবোধ অর্থাৎ মনুষ্যত্বে। আর এই মনুষ্যত্বের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে মানবতাবাদ। মানুষকে ঘিরেই মনুষ্যত্ব কিংবা মানবতাবাদ আলোকিত হয়। ফকির লালন সাঁই গুরুবাদী ধর্মে সাধন-ভজনের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। মানবতাকে সকল জ্ঞানের উপর স্থান দিতে চেয়েছেন। মানবতাই মানুষের মুক্তি মানুষের মানুষের হওয়ার সাধনার মূল চাবিকাঠি। সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত নানা ধর্মের নানা জাতপাত গোত্র বর্ণ সম্প্রদায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লালন ফকির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং সাহসী প্রতিবাদী মন নিয়ে সেসব কথা তাঁর জ্ঞানমূলক গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ভেদ বুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন। মহাসাধক সত্যসন্ধানী পরমপুরুষ মানবতাবাদী মানুষ-মরমী কবি তিনি তার ভেতরে একদিকে যেমন আল্লাহ- রসূল, গুরু -শিষ্য, সাধন-ভজন, দেহ মন আত্মা পরমাত্মা কে নিয়ে এসেছেন তেমনি আবার প্রেম-ভালোবাসা ও মানবতাবাদ এর এক চিরন্তন অমৃত দাবি করেছেন। সমাজের কোন ধর্ম গোত্র জাতপাত বর্ণবৈষম্যের দড়িতে হাজার চেষ্টা করে বেঁধে রাখা যায় না। যেহেতু বাউল সাধনার মূল কেন্দ্রবিন্দু মানব দেহ বা মানুষ। মানব দেহকে বশে আনতে পারলে খন্ড থেকে অখন্ড হতে পারলে রূপসাধনে সাঁতার দিতে পারলে সাধন করতে পারলেই তবে এই আপনাকে একান্তভাবে চেনা যাবে। কে আমি তা জানা যাবে এবং অচেনা অজানা সেই দূর গন্তব্যের পথে একজন সাধকপথিক হয়ে সত্যসিদ্ধি লাভ হবে। লালন তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষ ভজলে মানুষের প্রেম করলে মানুষকে ভালোবাসলে একান্তে সিদ্ধিলাভ হয়,

সেই পরমগুরু মনের মানুষকে পাওয়া যায়। তাইতো তিনি সতত সহজ মানুষ ভজনের কথা বলেছেন। এই জগতে মানুষই সব, এই মানুষ স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং মর্ত্য ও স্বর্গলোকে তারই আসন।

“ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার” লালন

লালনের গানে জনমোহিনী জনশিক্ষা

১. লালন দর্শনে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নারীমুক্তি ভাবনা

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের শাসন কায়েম করে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পর ১৭৭৪ সালে দুজন সমাজ সংস্কারকের জন্ম হয়। একজন ভারতের সাধক লালন ফকির (লালন ফকিরের জীবনকাল ১১৬ বছর অনুযায়ী) ও অপরজন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায়। এদের সংস্কার বিষয় রাজনৈতিক জ্ঞান প্রসূত ছিল না, ছিল মানবিক জাস্টিস ভিত্তিক। সেই মানবিক জাস্টিস অনুযায়ী ধর্মীয় গোঁড়ামির বর্বরতা ছিল সত্যীদাহ প্রথা। স্বামীর সাথে স্ত্রীর জ্যান্ত মৃত্যুর বর্বরতা। মূল্যহীন নারীর জীবন নিয়ে তিনি একা আন্দোলনে নেমে সফল হন। আর লালন ফকির গ্রামীণ সমাজের ভেতর দেখলেন জাত অজাতের বর্বরতা। নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা, ছুঁ- অছুত এর বিরোধ এসবই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিধান বলে সমাজনীতিতে ক্রিয়াশীল ছিল। এ অবস্থা অতীতকাল থেকে বিরাজিত হলেও তা শ্রী চৈতন্যর কাছে এসে প্রশ্লবদ্ধ হয়। তবে চৈতন্য সেভাবে সংস্কারক না হয়ে তিনি বিকল্প ধর্মীয় ব্যাবস্থার উদ্ভাবক হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ত্যাগ এবং মনোবৃত্তি লালন ফকিরের কাছে গ্রহণীয় হয়। তারপরও লালন বৃহত্তর জীবনব্যবস্থায় নানা সমস্যার ফলে তিনি কোনরূপ ধর্ম বা তাত্ত্বিকতার বিকল্প দিতে চাননি। তাঁর সংস্কার হচ্ছে বাইরের নয় ভিতরের প্রতিটি মানুষের অন্তরাত্মার। মনের সাথে মানুষের সংযোগ শুধু রক্তমাংসের নয় আদর্শ আর নীতিরও। নীতি চর্চার সাথে ধর্মচর্চার যোগ না থাকায় ধর্মীয় বিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণা থেকে লালন সঠিকভাবে তাঁর গানের ভেতর নীতি দর্শনের কথা তুলে ধরেছেন। প্রকৃত সত্যের সন্ধান না জেনে মানুষ মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা ঈশ্বর বা আল্লাহর কাছে সমাদৃত হয় না। মানুষ ভেবে কাজ করে না, করে ভাবে তাই তার ভুলের মাশুল তাকে ক্ষমা চেয়ে দিতে হয়। লালন ফকিরের এমন বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনায় মুগ্ধ তাঁর শিষ্যরা আজ বাউল নামে খ্যাত। লালনের মানবতাবাদী সংস্কার সনাতন হিন্দু ধর্মের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই দুটি বৃহৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি হচ্ছে গলদ। এই গলদের ভেতরেই রয়েছে ভেদ-বিভেদ এবং বৈষম্যের রেওয়াজ। এই জাতের বিষয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে তিনি বেশি সোচ্চার ছিলেন। জন্ম-মৃত্যুর সত্য ঘটনা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। জাত-পাত মানুষের সৃষ্টি এটা ঈশ্বর ভাবনা নয়। সবাই ঈশ্বরের ইশ্বরের। সৃষ্টি পদ্ধতি ধনী গরিবের জন্য আলাদা কিছু নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রাকৃতিক সুবিধা-অসুবিধা সকল মানুষের জন্য তিনি সমানভাবে দিয়েছেন। জন্ম-মৃত্যু আকাশ বাতাস জমিন সবই সমান একরৈখিক। ইহলোক পরলোক বিষয়ে তিনি বড় সমাধানের ক্ষেত্র হিসেবে পৃথিবীকে মূল্য দিয়েছেন। সেই মূল্য হচ্ছে মানবসেবার। নিজের অবস্থান এগজিসটেন্ট এর উপর মানুষের ভালো-মন্দের বিচার এবং পরকালের অপেক্ষায়

ইহকালকে ছোট করা ঠিক না। এত বড় পৃথিবী তার ভেতর নানা সুবিধাবাদের দ্বারা মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সেক্ষেত্রে তার ভেতর মৃত্যুচেতনার একটি ভয়ও কাজ করে। তাই মৃত্যুর অনিবার্যতাকে মেনে নিয়ে লালন বুঝাতে চান যে মৃত্যুর পরে কি আছে তার চেয়ে এখন আমার অনেক কিছুই করার আছে সেই কাজগুলো যেন, শুদ্ধাচারের মানবকল্যাণের হয়। সেই কল্যাণের প্রসঙ্গে তিনি মানুষের ধর্মীয় শিক্ষার গোঁড়ামি অতিক্রম করে সামাজিক জীবনের স্তরে স্তরে ব্যক্তিজীবনের সংশোধিত সংস্কারের কথা বলেছেন। সন্তান-মায়ের প্রসঙ্গ এনে, তিনি চৈতন্যের সাথে তার মা শচীমাতার আদর্শ সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। আবার নারীদের প্রসঙ্গে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ধরে তাদের রূপ-গুণের আকর্ষণকে ন্যায়-নীতির মাপকাঠিতে বিচার করতে বলেছেন।

“পাপ পুণ্যের কথা আমি, কারে বা শুধায়

এক দেশে যা পাপ গণ্য, অন্যদেশে পুণ্য তায়” লালন

সমাজ সংস্কারে ও প্রতিবাদে লালন দর্শনের প্রভাব

মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। এই শিক্ষালাভের জন্য তিনি গুরুর কাছে যেতেও বলেছেন। তাঁর এসব কিছুর মূল ভাবনার বড় সিদ্ধান্ত হচ্ছে ‘সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন, সত্যপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন’। এই মানুষ শব্দটির সাথে তাঁর বিশ্বাস চিরদিনের। তিনি এক মানুষের মধ্যে অনেক মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি এককভাবে বহুত্বের বিশ্বাসকে তাই নীতিবোধের মধ্যে সমর্থন দিতে চেয়েছেন। তিনি চুরি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার থেকেছেন। এই অপরাধের ভেতর মানুষের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। এটা সভ্যতা বিরোধী পাপ মরণসম। একজন সংস্কারক অগ্রসরমান চিন্তার অগ্র-পথিক। তিনি তাঁর কথায় গুরুরাদি সিদ্ধান্ত, সত্যকতা এবং স্বপ্ন দেখাতে পারেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মালিক চলমান। তিনি নিজেকে জানার তত্ত্বে বিশ্বাসী। আপনার খবর আপনাকেই প্রথম জানতে হবে। লালনের গান কুষ্টিয়া এলাকার বাইরেও মানুষের মুখে মুখে প্রচার পাওয়ার কারণে লালন ফকিরের মত ও পথে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ দেখে ধর্মীক সমাজপতিদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন এবং শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হলেন। লালনের গানের প্রতি আগ্রহী মানুষের ঢল দেখে ধর্মীক সমাজপতিদের হাতে কবে কখন কিভাবে তাঁর ও গ্রামবাসীর ওপর আক্রমণ হতে পারে বলা যায়না ভেবে এতগুলো মানুষের আত্মরক্ষার জন্য লালন ফকির একটি লাঠিয়েলের দল গঠন করলেন। গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষার তাগিদে গঠিত তাঁর প্রতিবাদী প্রত্যাঘাতের লেঠেল বাহিনী একদিন হরিনাথ মজুমদার জমিদারের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁকে রক্ষা করেন। এই লেঠেলরা অনেক সতীদাহ প্রথার নির্দিষ্ট মহিলাকে ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক জীবন দান করেন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লালন কখনোই পিছিয়ে আসেন নি। যে সমাজ থেকে তিনি অত্যাচার লাঞ্ছিত হয়েছেন তাঁকে তিনি ভালোমতোই চেনেন জানেন বোঝেন। তাই সমস্ত মিলিত ধর্মের মিলিত জাতের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা লালন যেভাবে চলতে বলেন, সেভাবেই চলবেন বলে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। জাতপাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করেন। গ্রামে বসে সমাজের মধ্যে

মানুষকে সংস্কারমুক্ত করার আন্দোলন করেছেন। সমাজের মানুষদের কে ব্রাহ্মণ-চন্ডাল-চামার-মুচি-হিন্দু-মুসলমান এইভাবে বিভক্ত না করে মানুষকে অখণ্ড সত্তা ভেবেছেন। মানবতার জয়গান করেছেন যখন সমাজের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শাসন অনুসরণকৃত চলছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। পাশাপাশি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার গান গেয়েছেন, মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ অন্বেষণ করেছেন প্রতিনিয়ত বাস্তবতার নিরিখে। লালন কবি, দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক। পাপ তাপের পৃথিবী কে সুখী সুন্দর বাসযোগ্য করার দায়ভার মানুষের। মানুষ এবং মানবতায় বিশ্বাসী ফকির লালন সাঁই তার জন্য যে সংস্কার চেয়েছিলেন তা হচ্ছে

“এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে,

যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান জাত গোত্র নাহি রবে ” লালন

উপসংহার

লালন যুক্ত বঙ্গের অন্যতম প্রধান শক্তিমান লৌকিক গৌণ ধর্মের প্রবক্তা। লালনের জীবন, গান এবং তত্ত্ব আজ পণ্ডিত ও গবেষকদের বহু রচনায় প্রত্যক্ষ হলেও তাঁর উপলব্ধি, আদর্শ এবং জীবনবোধ ব্যাখ্যা বেশ কঠিন কাজ। সেই সময়ের হৃদয়হীন সমাজ শাসনের আড়ালে কিন্তু সংগোপনে সংগঠিত হয়েছিল নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান যুক্ত চৈতন্য প্রচলিত ঈশ্বরবাদের আধিপত্যকে অগ্রাহ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়ের রসায়ন, যা প্রচলিত ঈশ্বর বিশ্বাস, জাতিভেদ, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কাছে নতি স্বীকার করেনি। লালন ফকির মানবিক জীবনতত্ত্ব ও মানবতাবাদের উজ্জ্বল নিদর্শন। যে লোকায়ত জীবনকে আমরা তথাকথিত শিক্ষার অভিমানে অস্বীকার করেছি, মানবিক ও সৌভাভূতের দর্শনকে শাস্ত্রশাসিত ধর্মের নিষ্ঠুর নিগড়ে মধ্যে থেকে আমরা উপেক্ষা করেছি, সেই ব্রাত্য লোকায়ত দর্শনের মূল বক্তব্যকেই বৃকে ধরে মহাত্মা লালন ফকির আজ বিশ্ববন্দিত ও স্মরণীয়। লালন মধ্যযুগের সাধুসন্ত শ্রী চৈতন্য, কবির, নানক, দাদু, রজব, একনাথদের মানব দর্শনের প্রবাহকেই প্রসারিত করেছেন। মানুষ এবং মানবতাবাদকেই সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে, অনন্য মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছেন।

এমন মানব জনম আর কি হবে, যা কর মন তুরায় কর এই ভবে।

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই, শুনি মানবের তুল্য কিছুই নাই,
দেব- দেবতা গণ করে আরাধন, জন্ম নিতে মানবে। লালন ফকির

গ্রন্থ পরিচয়

১. রায়, অন্নদাশঙ্কর (১৯৯২)। লালন ফকির ও তার গান। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
২. চক্রবর্তী, সুধীর (২০০১) বাউল ফকির কথা। আনন্দ, কলকাতা।
৩. ঝা, শক্তিনাথ (১৯৯৫)। ফকির লালন সাঁই, দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, কলকাতা।
৪. সিকদার, সুমন (২০১৯)। লালনের ধর্ম ও তার ধর্মীয় গান। বেগবতী প্রকাশনী, বাংলাদেশ।
৫. সিকদার, সুমন (২০১৮)। লালন মূল্যায়ন। হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

৬. বিশ্বাস, কুঞ্জবন (২০২০)। প্রতিবাদী বাউল। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা।
৭. চৌধুরী, আবুল আহসান (২০১৯)। মহাত্মা লালন ফকির। পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ।